সংবাদ

তারিখ 23 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নতুন শিক্ষাক্রমের পাঠ্যবই

নির্ধারিত সময়ের আগেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাবে

রাকিব উদ্দিন

নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে যাবে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যের সব পাঠ্যবই। ইতোমধ্যে প্রাথমিক স্তরের ৯০ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরের ৪৩ শতাংশ এবং ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ৫৯ শতাংশ পাঠ্যবই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সব বই অর্থাৎ সর্বমোট ২৬ কোটি ১৭ লাখ ৭৪ হাজার ৮০৬ কপি বই উপজেলা ও স্কুল পর্যায়ে সরবরাহ হয়ে যাবে বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা আশা করছেন।

উপজেলা পর্যায়ে ইতোমধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে

প্রাথমিক স্তরে ৯০ শতাংশ
মাধ্যমিক স্তরে ৪৩ শতাংশ
ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরে ৫৯ শতাংশ

পাঠ্যবই ছাড়াও ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের সরবরাহ করবে এনসিটিবি। এরমধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার ২৪ লাখ ৯৩ হাজার করে মোট ৪৯ লাখ ৮৬ হাজার কপি, সপ্তম শ্রেণীর ২২ লাখ ৫৪ হাজার করে মোট ৪৫ লাখ আট হাজার কপি, অষ্টম শ্রেণীর ২০ লাখ ৬৫ হাজার করে মোট ৪১ লাখ ৩০ হাজার কপি এবং নবম শ্রেণীর ১৭ লাখ ৩২ হাজার করে মোট ৩৪ লাখ ৬৪ হাজার কপি বই মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়ে পাঠ্যবই ছাপা ও সরবরাহের বিষয়ে এবার দেশীয় মুদ্রণ শিল্প মালিকরাও খুবই আশাবাদী। সম্প্রতি বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির নেতারা হুমকি দিয়েছিল সময় মতো সব বই সরবরাহ সম্ভব হবে না। এখন তারা সে অবস্থান থেকে সরে এসেছে।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব এমএম নিয়াজউদ্দিন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেছেন, '১ জানুয়ারিতে সারাদেশের শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যের আকর্ষণীয় পাঠ্যবই তুলে দিতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমরা সে লক্ষ্যেই এগোচ্ছি।' তিনি জানান, 'ইতোমধ্যেই প্রাথমিক স্তরের প্রায় ৯০ শতাংশ পাঠ্যবই গ্রাম ও উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।'

বিনামূল্যের পাঠ্যবই ছাপার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, 'এক আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ১ জানুয়ারির আগে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন কারিকুলামের সব বই পৌঁছে দেয়া। তবে আশা করছি ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সব বই সরবরাহ করতে সক্ষম হব।' তিনি বলেন, 'নতুন শিক্ষাবর্ষে পাঠ্যবই সংকটের কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ মোট চাহিদার ১০ ভাগ বেশি (বাফার স্টক) বই ছাপা হচ্ছে আপদকালীন সংকট মোকাবিলার জন্য।'

এনসিটিবি জানায়, আন্তর্জাতিক দরপত্রে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রাথমিক স্তরের মোট বই ছাপা হচ্ছে ১০ কোটি ৭৯ লাখ ৬২ হাজার ৭১৪ কপি। গত মঙ্গলবার নাগাদ এই স্তরের বই উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ হয়েছে ৮৭ দশমিক চার শতাংশ। নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য মাধ্যমিক স্তরের মোট বই ছাপা হচ্ছে ১১ কোটি

শিক্ষাক্রমের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৮

শিক্ষাক্রমের : পাঠ্যবই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

৬১ লাখ ১৫ হাজার ৩১২ কপি। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত এই স্তরের বই সরবরাহ হয়েছে ৪১ দশমিক ৬০ শতাংশ। এছাড়া 'এবার মাদ্রাসার ইবতেদায়ীর বই ছাপা হচ্ছে এক কোটি ৭২ লাখ এক হাজার কপি এবং দাখিল স্তরের বই ছাপা হচ্ছে দুই কোটি পাঁচ লাখ ৯৫ হাজার ৫৪০ কপি। এরমধ্যে গত মঙ্গলবার পর্যন্ত এই দুই স্তরের ৫৮ দশমিক এক শতাংশ বই মাঠ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। বাকি বই চলতি মাসেই সরবরাহ হয়ে যাচ্ছে বলে এনসিটিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এনসিটিবির মাধ্যমিক, ইবতেদায়ী, দাখিল এবং ব্যাকরণ ও গ্রামার বই মুদ্রণ ও সরবরাহের কার্যক্রম দেখভালের দায়িত্বে আছেন সংস্থার বিতরণ নিয়ন্ত্রক মোসতাক আহমেদ ভূঞা। তিনি গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, 'এবার অধিকাংশ মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানই নিজস্ব উৎপাদন (ক্যাপাসিটি) ক্ষমতার চেয়ে অনেক কম বই ছাপার (লট) কার্যাদেশ পেয়েছে। ফলে অনেকেই নির্ধারিত সময়ের আগেই বই সরবরাহ করতে পারছে। তাছাড়া দেশীয় যেসব প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত বেশি বই ছাপার কার্যাদেশ পেয়েছিল, তারা ইতোমধ্যেই প্রায় ৮০ শতাংশ বই সরবরাহ করেছে।'

এনসিটিবি জানায়, প্রাথমিক স্তরের সবচেয়ে বেশি (তিন কোটি ৩০ লাখ) বই মুদ্রণের কার্যাদেশ পেয়েছে ভারতীয় তিনটি প্রতিষ্ঠান। এরমধ্যে কৃষ্ণা ট্রেডার্স তিন কোটি ছয় লাখ, গবস সোন আট লাখ ৭০ হাজার এবং বিকে উদ্যোগ প্রায় ১৫ লাখ কপি বই মুদ্রণের কার্যাদেশ পেয়েছে।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করছেন এনসিটিবির উৎপাদন নিয়ন্ত্রক আবদুল মজিদ। তিনি পাঠ্যবই মুদ্রণের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, 'ভারতীয় বইয়ের মধ্যে এখন শুধু কৃষ্ণা ট্রেডার্সের ৩৩ লাখ কপি বই সরবরাহের অপেক্ষায় আছে। বাকি বই ইতোমধ্যে উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।'

বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই বিনামূল্যে দেয়ার বিষয়ে এনসিটিবি চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামালউদ্দিন বলেন, 'এসব সহায়ক বই বিনামূল্যে সরবরাহের জন্য সরকারের আলাদা কোন বরাদ্দ নেই। আন্তর্জাতিক দরপত্র ও কাগজসহ বই ছাপার দরপত্র আহ্বান করায় যে অর্থ সাশ্রয় হয়েছে, তা দিয়েই সহায়ক বই বিনামূল্যে দেয়া হচ্ছে। এতে করে মোটা অংকের টাকা দিয়ে খোলা বাজার থেকে নিম্নমানের বই কিনে পড়তে হবে না শিক্ষার্থীদের।'

এনসিটিবির কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) পক্ষ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বইয়ের সঠিক চাহিদাপত্র না দেয়ায় ওই শ্রেণীর ২০-২৫ লাখ কপি বইয়ের ঘাটতি হতে পারে নতুন শিক্ষাবর্ষে। মাউশির মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তারা শিক্ষার্থীর প্রকৃত তথ্য-উপাত্ত হিসেব না কষেই চলতি বছরের প্রথম দিকে বইয়ের চাহিদাপত্র দেয় এনসিটিবিকে। মাউশির কর্মকর্তাদের গাফিলতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এনসিটিবির কর্মকর্তারা।

পাঠ্যবই সংক্রান্ত বিষয়ে মাউশির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হলেন উপ-পরিচালক (মাধ্যমিক) ড. সাধন কুমার বিশ্বাস। পাঠ্যবইয়ের চাহিদা কম দেয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে সাধন কুমার বিশ্বাস কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। পাঠ্যবই ছাপার সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে মুদ্রণ শিল্প মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদ আফজাল শাহ আলম গতকাল 'সংবাদ'কে বলেন, 'ডিসেম্বর মাস তো পুরোটাই বাকি আছে। নির্ধারিত সময়ে বই মুদ্রণ ও সরবরাহ নিয়ে কোন সমস্যা হবে না।' তিনি বলেন, 'এনসিটিবি যেখানে ৮০০ থেকে ৯০০ কোটি টাকার পাঠ্যবই ছাপছে, সেখানে ২০-২৫ কোটি টাকার বই মুদ্রণে কিছুটা বিলম্ব হলেও কোন সমস্যা নেই।'

এনসিটিবি জানায়, এবারও প্রাথমিকের সব বই চার রংয়ের ছাপা হচ্ছে। এছাড়া ৬ষ্ঠ শ্রেণীর আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) এবং নবম শ্রেণীর আইসিটি চার রংয়ের ছাপা হচ্ছে। ইবতেদায়ীর বই 'বাই কালার' অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ছবিগুলো শুরু চার রংয়ের ছাপা হচ্ছে। এছাড়া ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা পাবে নতুন কারিকুলামের ১০৪টি বই। এর আগে গত বছর সাতটি বইয়ের কারিকুলাম আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়।